আলমডাঙ্গায় আওয়ামী, যুব ও ছাত্রলীগের তিন নেতাসহ গ্রেপ্তার ৪

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় পুলিশের পৃথক অভিযানে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের তিন নেতাসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে তিনজন বিস্ফোরক আইনের মামলার আসামি। অন্যজন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা মামলার সন্দেহভাজন আসামি। গতকাল বুধবার আলমডাঙ্গা থানা-পুলিশের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি নাজিম উদ্দিন (৪৩), জামজামি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সদস্য টুটুল আলী (২৬), কুমারী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আইনাল (৪৭) এবং কামালপুর গ্রামের শামসুল হকের ছেলে নাজমুল হক (৩৭)। পুলিশ জানায়, নাজিম উদ্দিন ও টুটুল আলী আলমডাঙ্গা থানায় করা একটি মামলার তদন্তে পাওয়া আসামি। তাঁদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনের ধারাসহ বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া আইনালকে ২০২৪ সালের ১০ নভেম্বর দায়ের করা একটি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই মামলাতেও তাঁর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনের ধারাসহ বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ রয়েছে।

অন্যদিকে, নাজমুল হক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা একটি মামলার সন্দেহভাজন আসামি। তাঁকেও নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

থানা-পুলিশের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, গ্রেপ্তার চারজনকে বুধবার আদালতে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মামলায় আইনগত কার্যক্রম চলছে।

হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপি ও আওয়ামী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ২০

ঝিনাইদহ হরিণাকুণ্ডুতে পুকুরে মাছ ধরা এবং গ্রাম্য আধিপত্য বিস্তার নিয়ে তুচ্ছ ঘটনায় বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আহতদের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্র ও ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার (২০ জুন) সকালে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ফলসী ইউনিয়নের বোয়োলিয়া গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষে আহতরা হলেন, মিজান আলী (৪৫), আক্তার মোল্লা (৩২), বরকত মোল্লা (৪০), তোজিবার মোল্লা (৬৫), ছানোয়ার হোসেন ছনো (৫৫), বিভান আলী (২২), ঝন্টু মিয়া (৪৫), মতিয়ার রহমান (৫০), রাশিদুল ইসলাম (৩৫), ফেন্টু মিয়া (৫০), মশিয়ার মেম্বার (৪২), গোলাপ (৪৯), কবির মন্ডল (৩০), রুবেল মন্ডল (৩২), কাবিল (৪০), তোতা মিয়া (৩৪), নুর আলী (৫৪) ও বাচ্চু মিয়া (৩২)। গুরুতর আহত পাঁচজনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল, তিনজনকে কুষ্টিয়া ও একজনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব শত্রুতা ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে বোয়ালিয়া গ্রামে বজলুর রহমান চেয়ারম্যানের ভাই ছোট এবং ফারুক গ্রুপের লোকজনের সঙ্গে বিএনপি সমর্থিত মশিয়ার রহমান (সাবেক ইউপি সদস্য) সমর্থকদের বাকবিতন্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

সাবেক ইউপি সদস্য মশিয়ার রহমান বলেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র আমাদের সমর্থকদের ওপর হামলা চালায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যানের লোকজন। আমাদের ৭ জন আহত হয়েছেন।

এঘটনায় উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন বলেন সামান্য মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে গতকাল শুক্রবার রাতে সামাজিক দুটি

পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং সামান্য মারামারি হয়, তারই জের ধরে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ফারুকের নেতৃত্বে সকালে বিএনপির কয়েকজন কর্মীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফরণ করে হামলা চালায় এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়। তারা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। তবে এটি কোন দলীয় সংঘর্ষ নয়।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) অসিত কুমার রায় বলেন, এ ঘটনায় এখনো কোনো পক্ষ থেকে অভিযোগ পাইনি। আহতরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন বলে জানতে পেরেছি। ওই গ্রামে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক আছে।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ নেতাসহ গ্রেফতার ৫

মেহেরপুরে ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সেক্রেটারিসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে জেলা পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ও সাবেক মেম্বার জেনারুল ইসলামের ছেলে মোঃ আরজ আলী (৪৫), গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামের মৃত আখের আলীর ছেলে মোঃ মিন্নাল, রাজাপুর গ্রামের কামাল হোসেনের স্ত্রী মোছাঃ ভলিআর (৪৪), কোদালকাটি গ্রামের ছামিরুলের স্ত্রী মিনারা এবং ভারত থেকে আসা আশরাফুলের স্ত্রী রেখা (৩০)।

গ্রেফতারকৃতদের বুধবার সকালে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধে জড়িতদের গ্রেফতারে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।